প্রথম আলো

তারিখ 23 APR 2003
পৃষ্ঠা

শিক্ষকদের কথা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যবস্থা ও বাস্তবতা

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান/বি·এম আসাদউল্লাহ

এ দেশের শিশুশিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ব্রিটিশ আমলে এখানে প্রাথমিক শিক্ষা চলত কাচারিঘরে কিংবা মক্তবে। তখন একজন ওস্তাদজি বা পণ্ডিত মহাশয় শিশুদের শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকতেন। ক্রমান্বয়ে এ দেশে জমিদারি প্রথা চালু হওয়ায় জমিদারদের উদ্যোগে নতুন নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার লাভ করে। স্বাধীনতার আগে এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা জেলা বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালনা করা হতো। শেরে বাংলা এ.কে ফজলুল হকের নেতৃত্বে চালু হয় অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। স্বাধীনতার পর অবহেলিত প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে সরকার। প্রাথমিক শিক্ষা সরকারিকরণের পর ব্যাপক বিস্তার লাভ করলেও প্রাথমিক শিক্ষা এখনো মানসম্মত হয়নি।

বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০০৩ থেকে সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সরকার ও বিরোধী দল সবাই একযোগে শিশুদের জন্য 'হ্যাঁ' বলতে একমত হয়েছেন। কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে একটি আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত মানসম্মত শিক্ষার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন, মানসম্মত শিক্ষার জন্য মানসম্মত পরীক্ষা ব্যবস্থা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

আগে প্রাথমিক শিক্ষকরা তাদের মধ্য থেকে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে দক্ষ, অভিজ্ঞ, সৎ নেতা নির্বাচন করে তাদের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনায় সহযোগিতা করতেন। বর্তমানে এক সরকারি আদেশে নির্বাচিত দক্ষ, অভিজ্ঞ ও সৎ প্রতিনিধি উপেক্ষা করে মনগড়াভাবে ক্লাস্টারভিত্তিক প্রশ্নপত্র কমিটি গঠন করে। ক্লাস্টারে শিক্ষকসংখ্যা কম থাকায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকরা প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সুযোগ পান কম। এর ফলে প্রশ্নপত্র হয় নিম্নমানের। এতে শিক্ষার্থীদের মেধার যথাযথ মূল্যায়ন হবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। অপরদিকে ক্লাস্টারে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম হওয়ায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণসহ পরীক্ষার যাবতীয় ব্যয় বেড়ে যায়। এই আদেশে প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য পাঁচ টাকা, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য আট টাকা ফি নির্ধারণ করে বাস্তবতাবিবর্জিত সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি পাঁচ থেকে আট টাকা ফি দিয়ে মানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ ও সুন্দরভাবে পরীক্ষা পরিচালনা সম্ভব নয়। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য উন্নতমানের ও আকর্ষণীয় প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করতে হবে। প্রয়োজনে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রশ্নপত্রে ছবি সংযোজন করতে হবে। প্রশ্নপত্রের টাইপ বড় ও ঝকঝকে (অফসেটে) মুদ্রণ করতে হবে। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা, গণিত, ইংরেজি, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, বিজ্ঞান, ধর্মশিক্ষা, চারু ও কারুকলা, শারীরিক শিক্ষা ও সঙ্গীত এ নয়টি বিষয়ের মধ্যে শারীরিক শিক্ষা ও সঙ্গীত ব্যতীত বাকি সাতটি বিষয়ে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়। প্রতি শ্রেণীতে গড়ে কাগজ মাথাপিছু কমপক্ষে সাত টাকা, তা ছাড়া প্রশ্নপত্র, প্রবেশপত্র, পাঠোন্নতি বিবরণীপত্র, মুদ্রণ, কলম, স্টেপলার পিন, মেশিন, সুতা, খাতা বাঁধাই ও কভার প্রিন্টসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় কী করে এক টাকায় মেটানো সম্ভব এ বিষয়টি ভেবে দেখা প্রয়োজন।

এখানে উল্লেখ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারটি বিষয়ে বৃত্তি পরীক্ষার ফি সরকারিভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০ টাকা। অপরদিকে সরকারি-বেসরকারি উচ্চবিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষার ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ থেকে ১০০ টাকা। উপরোক্ত বিষয়ে নিম্নের প্রস্তাবসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক সেহেতু সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে পরীক্ষার কাগজ, প্রশ্নপত্রসহ আনুষঙ্গিক যাবতীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হোক। অন্যথায় নিম্নের প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. থানাভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর আগের মতো প্রশ্নপত্র প্রণয়নসহ যাবতীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হোক। মানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যাপারে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা এর তত্ত্বাবধান করবেন।

২. ছাত্রসংখ্যার ওপর নির্ভর করে থানা শিক্ষা কর্মকর্তা পরীক্ষার ফি নির্ধারণ করবেন।

৩. প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ফি বাতিল করে ২০ শতাংশ কোটা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

এক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের আবেদন, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিদের মূল্যায়ন করে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা হোক।

মোঃ সিদ্দিকুর রহমান : সভাপতি, ঢাকা মহানগরী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি।
বি এম আসাদুল্লাহ : সাধারণ সম্পাদক।